উচ্চমাধ্যমিক বাংলা সাজেশন

www.shekhapora.com

গল্প

* ভারতবর্ষ *

২০২২ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি প্রশ্নোত্তর ।

প্রশ্নঃ ১। "কতক্ষণ সে এই মারমুখী জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত কে জানে।"--সে বলতে এখানে কার কথা বলা হয়েছে ? জনতা মারমুখী হয়ে উঠেছিল কেন ? (১+৪=৫)

অথবা "দেখতে দেখতে উত্তেজনা ছড়াল চারদিকে।"-প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার বিবরণ দাও। (৫)

উত্তর: সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখা 'ভারতবর্ষ' গল্পে 'সে' বলতে এখানে গ্রামের চৌকিদারের কথা বলা হয়েছে।

'ভারতবর্ষ' গল্পে আমরা দেখি পিচের সড়ক বাঁক নিয়েছে যেখানে সেখানেই গড়ে উঠেছে ছোট্ট বাজার ।আর এই বাজারে চাষা-ভুষা মানুষেরা অকাল দুর্যোগের দিনে চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে দিতে আল্লা-ভগবানের মুন্ডুপাত করতে থাকে।এরপর গল্পের মোড় পরিবর্তিত হয় এক ভিখারি বুড়িকে কেন্দ্র করে।চায়ের দোকানে চা খাবার পর বুড়ি বটতলায় এসে সেখানে পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন অনেক বেলা হবার পর বুড়িকে উঠতে না দেখে চাওলা জগা অনুমান করে যে বুড়ি নির্ঘাত মারা গেছে।এরপর চৌকিদারের পরামর্শে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা বুড়িকে বাঁশের চ্যাংদোলায় করে নদীতে ফেলে দিয়ে আসে।আবার বিকেলের দিকে মুসলমানেরা বুড়িকে পুনরায় ফিরিয়ে আনে।এরপর বুড়ির মৃতদেহ সৎকারকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়।হিন্দুপক্ষ দাবী করে যে,তারা বুড়িকে 'হরিবোল','শ্রীহরি' প্রভৃতি বলতে শুনেছে।আর মুসলমান পক্ষ দাবী করে যে,তারা বুড়িকে 'লাইলাহা ইল্লাল'বলতে কিংবা 'কলমা' পড়তে শুনেছে।এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে বচসা আরো বেড়ে যায়,তর্কাতর্কি উত্তেজনা চলতে থাকে।প্রসঙ্গত লেখক জানিয়েছেন-- ***"দেখতে দেখতে প্রচন্ড উত্তেজনা ছড়াল চারদিকে।"*** এরপর দোকানগুলোর ঝাপ বন্ধ হয়ে যায়,তারপরই দেখা যায় গ্রাম থেকে অনেক লোক দৌড়ে আসছে আর সবার হাতে রয়েছে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র।এদিকে বুড়ির চ্যাংদোলাটা ছিল পিচের উপর আর সেটাকে নিয়ে উভয় পক্ষই টানাটানি করে আর পরস্পরকে গালাগালি দেয়। এই রকম পরিস্থিতিতে মোল্লা সাহেবের উষ্কানিতে মুসলিম

পক্ষ,আর ভটচাজমশায়ের উস্কানিতে হিন্দু পক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। আর গ্রামের চৌকিদার পিচ রাস্তায় লাঠি ঠুকে উভয় পক্ষকে 'সাবধান' ,'খবরদার' বলে চেঁচিয়ে ওঠে মারমুখী জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।তাই লেখক জানিয়েছেন-- ***"কতক্ষণ সে এই মারমুখী জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত কে জানে।"*** এইভাবে বুড়ির মৃতদেহ সৎকারকে কেন্দ্র করে জনতা উত্তেজিত এবং মারমুখী হয়ে উঠেছিল।

শেখাপড়া.com

প্রশ্ন:২। "বুড়ির শরীর উজ্জ্বল রোদে তপ্ত বালিতে চিত হয়ে পড়ে রইল।"--বুড়ির চেহারা ও পোশাকের পরিচয় দাও। তার তপ্ত বালিতে পড়ে থাকার কারণ কী ? ৩+২

অথবা , "সেই সময় এল এক বুড়ি" -- লেখক বুড়ির সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিজের ভাষায় লিখ । (২০১৭) ২+৩

উত্তর: সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর '**ভারতবর্ষ**' গল্পটিতে বৃদ্ধার চরিত্রটি সুনিপুন ভাবে অঙ্কন করেছেন। গল্পটির প্রধান চরিত্র হল বৃদ্ধা । গল্পটিতে বৃদ্ধার চেহারা ও পোশাকের যে বর্ণনা পাই তা হল-থুত্থুরে কুঁজো ভিক্ষিরি,রাক্ষুসে চেহারা,একমাথা সাদা চুল,পড়নে একটা ছেঁড়া নোংরা কাপড়,গায়ে জড়ানো চিটচিটে তুলোর কম্বল,একহাতে বেটে লাঠি,ক্ষয়া খর্বুটে তার মুখ,মুখে সুদীর্ঘ আয়ুর চিহ্ন প্রকট।

■ গল্পটিতে আমরা দেখি, বুড়ি চায়ের দোকানে চা খাবার পর চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে বটতলায় এসে হাজির হয়।বুড়ি বটতলায় এসে বটগাছের গুড়ির কাছে মোটা শিকড়ে বসে,শিকড়ের পিছনে গুড়ির গায়ে যে খোঁদল ছিল সেখানে পিঠ ঠেকিয়ে পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন-- **"বোঝা গেল,বুড়ির এ অভিজ্ঞতা প্রচুর আছে।অর্থাৎ সে বৃক্ষবাসিনী।"** এরপর অনেক বেলা হয়ে যাবার পর বুড়িকে উঠতে না দেখে চাওলা জগা অনুমান করে যে, বুড়িটা নির্ঘাত মরে গেছে।এইকথা শোনার পর বটতলাতে ভিড় বাড়তে থাকে।লোকজন বলতে থাকে সর্বনাশ হয়েছে এবার বুড়ির মৃতদেহকে শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে আর চারপাশে গন্ধে টেকা যাবে না।তাই গ্রামের চৌকিদারকে খবর দেওয়া হয়।চৌকিদার জানায় যে,ফাঁপিতে এক ভিখারি বুড়ি মারা গেছে তার জন্য থানা পুলিশ করার কোন প্রয়োজন নেই।তাছাড়া বটতলা থেকে থানার দূরত্ব পাঁচ ক্রোশ,সেখান থেকে খবর দিয়ে আসতে আসতে বুড়ির মৃতদেহ থেকে গন্ধ ছুটবে।তাই শেষ পর্যন্ত চৌকিদার বুড়ির মৃতদেহকে নদীতে ফেলে দিয়ে আসতে পরামর্শ দেন।চৌকিদারের কথা মতো কয়েকজন লোক বুড়ির মৃতদেহকে বাঁশের চ্যাংদোলায় করে ঝুলিয়ে নদীর চড়ায় ফেলে দিয়ে আসে।আর বুড়ির মৃতদেহ শুকনো নদীর উপর তপ্ত বালিতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকে ।প্রসঙ্গত লেখক জানিয়েছেন-- **"বুড়ির শরীর উজ্জ্বল রোদে তপ্ত বালিতে চিত হয়ে পড়ে রইল।"**

শুধু তাই নয়,শব বহনকারীরা বুড়ির মৃত দেহকে নদীতে ফেলে এসে দিগন্তে চোখ রাখে এবং দেখে যে কখন ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন নেমে এসে বুড়ির মৃত দেহকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। গল্পটিতে আমরা দেখি যে,বুড়ি ছিল

ভিক্ষারি,অসহায়,অজ্ঞাতপরিচয়হীন। তাই তার মৃত্যুর পর দেহ সৎকারের কোন লোক না থাকার জন্য চৌকিদার বুড়িকে নদীতে ফেলে দিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন। আর এই সমস্ত কারণেই **"বুড়ির শরীর উচ্ছল রোদে তপ্ত বালিতে চিত হয়ে পড়ে রইল।"**

প্রশ্ন: ৩। "শেষ রোদের আলোয় সে দূরের দিকে ক্রমশ আবছা হয়ে গেল।"-এখানে কার কথা বলা হয়েছে ? দৃশ্যটির তাৎপর্য আলোচনা করো । (১+৪=৫)

উত্তর : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখা **"ভারতবর্ষ"** গল্পের প্রধান চরিত্র বৃদ্ধার কথা এখানে বলা হয়েছে।

■ **'ভারতবর্ষ'** গল্পটিতে আমরা দেখি,গ্রামের বটতলাতে পড়ে থাকা বুড়িকে মৃত মনে করে গ্রামের হিন্দুরা তাকে নদীর চরায় ফেলে দিয়ে আসে আর মুসলমানেরা বুড়ির মৃত দেহকে বাঁশের চ্যাংদোলায় করে পুনরায় ফিরিয়ে আনে।এরপর বুড়ির মৃতদেহ সৎকারকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়।দুই সমম্প্রদায়ের মানুষই বৃদ্ধাকে তাদের নিজ নিজ সমম্প্রদায়ের লোক বলে দাবী করতে থাকে এবং নানা রকম প্রমান দিতে শুরু করে।কেউ বলেন বুড়িকে 'হরিবোল' বলতে শুনেছেন,আবার কেউ বলেন বুড়িকে 'লাইলাহা ইল্লাল'বলতে কিংবা স্পষ্ট 'কলমা' পড়তে শুনেছেন।এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম শুরু হয়।একপক্ষ আওয়াজ তোলে-'আল্লা হু আকবর' আর একপক্ষ আওয়াজ তোলে-'জয় মা কালী'।এইরকম পরিস্থিতিতে গ্রামের চৌকিদার উভয় পক্ষকে ঠেকিয়ে রাখতে রাস্তায় লাঠি ঠুকে গর্জন করে 'সাবধান', 'খবরদার'।তারপরই দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য-বুড়ির মৃতদেহটি নড়ছেএবং বুড়ি আস্তে আস্তে উঠে বসার চেষ্টা করছে।লড়াই ফেলে সশস্ত্র জনতা বুড়ির দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে।বুড়ি উঠে দাঁড়িয়ে জনতার ভিড় দেখে বিকৃত মুখে হেসে ওঠে।বুড়িকে প্রশ্ন করা হয় - বুড়ি তুমি হিন্দু না মুসলমান ? বুড়ি উত্তরে জানায়-----

"চোখের মাথা খেয়েছিস মিনষেরা?দেখতে পাচ্ছিস নে, ...চোখ গেলে দোব যা,যা,পালা।"

শুধু এই কথাতেই শেষ নয় বুড়ি জনতাদের উদ্দেশ্যে 'নরকখেকো','শকুনচোখো' প্রভৃতি গালাগালি বর্ষণ করে।এরপর বৃদ্ধা রাস্তা ধরে চলতে থাকে।লোকজন সরে গিয়ে বৃদ্ধাকে পথ করে দেয়।বৃদ্ধা শেষ রোদের আলোয় দূরের দিকে ক্রমশ আবছা হয়ে যায়।গল্পটিতে দূরের দিকে আবছা হয়ে যাওয়া বৃদ্ধা যেন ভারতবর্ষের প্রতীক হয়ে উঠেছে।গল্পকার বৃদ্ধা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন -এখানে ধর্মীয় বিদ্বেষ

ও উগ্রতার কোন জায়গা নেই। কেননা ধর্মিয় বিদ্বেষ আমাদেরকে একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে,আর এগুলিকে দূরে সরিয়ে রাখতেই হবে।আর বুড়ির চলে যাওয়ার দৃশ্যটা যেন তারই ইঙ্গিত দেয়।

প্রশ্ন ৪। 'ভারতবর্ষ'-গল্পের নামকরণ কতখানি সার্থক হয়েছে তা আলোচনা করো। (৫)

উত্তর: সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখা '*ভারতবর্ষ*' গল্পটিতে ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন স্থানের নাম নেই।এটি ভারতবর্ষেরই গল্প।আমাদের দেশ বহু ভাষাভাষী মানুষের দেশ-তাই কারণে অকারণে তাদের মধ্যে প্রায়ই বেধে যায় দাঙ্গা ও প্রাণহানী।কুসংস্কার এবং সাম্প্রদায়িকতা আমাদের দেশকে অনেকটা পিছিয়ে রেখেছে এর কারণ অশিক্ষা এবং অজ্ঞানতা। মিথ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী ধর্মিয় ভাবাবেগ মানুষকে তথা একটি জাতিকে কতখানি নীচে নামাতে পারে তা লেখক আলোচ্য গল্পটিতে স্বল্প পরিসরে ফুটিয়ে তুলেছেন।
গল্পটিতে আমরা দেখি - পিচের সড়ক বাঁক নিয়েছে যেখানে সেখানেই গড়ে উঠেছে ছোট্ট বাজার।আর এই বাজারে গ্রামের মানুষেরা অকাল দুর্যোগের দিনে ধানের প্রচন্ড ক্ষতি হবে বলে দোকানে আড্ডা দিতে দিতে আল্লা-ভগবানকে দোষারোপ করতে থাকে।এক চাষী জানায়--
"*মাথার উপর আর কোন শালা নেই রে -কেউ নাই।*"
গল্পটির মোড় পরিবর্তিত হয়েছে একটি ভিখারি বুড়িকে কেন্দ্র করে।গ্রামের বটতলাতে পড়ে থাক বুড়ির দেহকে মৃত মনে করে গ্রামের হিন্দুরা তাকে নদীতে ফেলে দিয়ে আসে আর মুসলমানেরা চ্যাংদোলায় করে পুনরায় ফিরিয়ে আনে।এরপর মৃতদেহ সৎকারকে কেন্দ্র করে চারদিকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।উভয় পক্ষকে ঠেকিয়ে রাখতে চৌকিদার হিমশিম খায়।এরপর বুড়ি উঠে দাঁড়ায় এবং জনতাদের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করে।বুড়িকে প্রশ্ন করা হয় বুড়ি তুমি হিন্দু না মুসলমান উত্তরে বুড়ি জানায়-
" আমি কী তা দেখতে পাচ্ছিস নে?চোখ গেলে দোব- যা,যা পালা:।" এরপর বুড়ি শেষ রোদের আলোয় দূরের দিকে ক্রমশ আবছা হয়ে যায়।
গল্পটিতে লেখক বুড়ি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন এই দেশ হিন্দুর নয়,মুসলমানের নয়,এই দেশ সমগ্র ভারতবাসীর।সেই দিক থেকে বিচার করলে আলোচ্য গল্পের নামকরণ *'ভারতবর্ষ'* সার্থক ।

প্রশ্ন ৫। 'ভারতবর্ষ' গল্পের বৃদ্ধার চরিত্রটি বিশ্লেষন করে বৃদ্ধার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখকের যে অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে তা লিখ।(৫)

অথবা, 'ভারতবর্ষ' গল্পের অজ্ঞত পরিচয় বৃদ্ধা কীভাবে ভারতবর্ষের প্রতীক হয়ে উঠেছে তা লিখ।(৫)

অথবা, ভারতবর্ষ গল্প অবলম্বনে বৃদ্ধার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো ।

অথবা , ভারতবর্ষ গল্পের অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি নিজের ভাষায় লিখ।

উত্তরঃ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর 'ভারতবর্ষ' গল্পটিতে বৃদ্ধার চরিত্রটি সুনিপুন ভাবে অঙ্কন করেছেন। গল্পটিতে বৃদ্ধার যে বর্ণনা পাই তা হল-থুত্থুরে কুঁজো ভিক্ষিরি,রাক্ষুসে চেহারা,একমাথা সাদা চুল,পড়নে একটা ছেঁড়া নোংরা কাপড়,গায়ে জড়ানো চিটচিটে তুলোর কম্বল,একহাতে বেটে লাঠি,ক্ষয়া খর্বুটে তার মুখ,মুখে সুদীর্ঘ আয়ুর চিহ্ন প্রকট।
■ বুড়ি অসহায় এবং ভিখারি হলেও অত্যন্ত তেজি ও আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত ছিল।আর তার প্রমান আমরা পাই চায়ের দোকানের আড্ডাধারী লোকেরা যখন বুড়িকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে বলেছিল-
" ***এই বাদলায় তেজি টাট্টুর মতন বেরিয়ে পড়েছে।***"
এর উত্তরে বুড়ি জানায় -***"তোমাদের কত্তাবাবা টাট্টু।"***
এছাড়া বুড়ি চরিত্রের মধ্যে রঙ্গ-রসিকতা বোধ ও কম ছিল না।গল্পের শেষে আমরা দেখি দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর মারমুখী জনতাদের কান্ড কারখানা দেখে বুড়ি ফ্যাকফ্যাক করে হেসে উঠেছিল।
গল্পটিতে লেখক বৃদ্ধা চরিত্রটিকে ভারতমাতার প্রতীক হিসাবে অঙ্কন করেছেন।এই বুড়ি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ভারতমাতার প্রাচীনত্ব,দারিদ্র্য ও অসহয়তা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি প্রকাশিত হয়েছে লেখকের ধর্ম নিরপেক্ষতা। এখানে বুড়িকে ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে।তাই গল্পের শেষে হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষই যখন বুড়িকে প্রশ্ন করে -***"বুড়ি,তুমি হিন্দু না মুসলমান।"*** আর তখন বুড়ি ক্ষিপ্ত হয়ে জানায় **-"চোখের মাথা খেয়েছিস মিনষেরা।"** সুতরাং বৃদ্ধা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখক পাঠকদের এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন যে-এই দেশ হিন্দুর নয়,মুসলমানের নয় এই দেশ সমগ্র ভারতবাসীর দেশ। এইভাবে গল্পকার এই গল্পে বৃদ্ধার চরিত্রটিকে প্রধান চরিত্র হিসাবে দেখানোর পাশাপাশি তিনি বৃদ্ধাকে ভারতবর্ষের প্রতীক হিসেবেও তুলে ধরেছেন।

শেখাপড়া.com

আরও সাজেশন ভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তরের জন্য shekhapora.com website টি ভিজিট করতে পারো ।